মদিনা সনদ

মুফতি উবায়দুল হক খান

প্রয়াস প্রকাশন

লেখকের কথা

মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের পর ধীরে ধীরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মদিনা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয়। এসময় সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ ছিল। কলহে লিপ্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সনদ বা সংবিধান প্রণয়ন করেন– যা পৃথিবীর ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এতে মুহাজির ও আনসারগণের দায়িত্ব ও অধিকার, মদিনা ও আশপাশের আরব ও ইহুদি গোত্রসমূহের সঙ্গে মিত্রতা এবং নাগরিক ও সামাজিক বিধানাবলি উল্লেখিত হয়েছিল।

এই দলিলের বিভিন্ন অংশ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। 'মদিনা সনদ' রচনা করে বিশ্বের বুকে সবার জন্য সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রণেতা হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় স্মরণীয় হয়ে আছেন প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ সংবিধান পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় সংবিধান।

'মদিনা সনদ' ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। এটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নৈরাজ্য, সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোর মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিকসহ সব সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সব সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

মদিনা সনদের অন্যতম বিশেষত্ব হলো– এতে পার্থিব ও ধর্মীয় বিধানের সমন্বয় হয়েছিল। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা সনদের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করেছিলেন। আল্লাহর বিধান ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। তাই মদিনা সনদ সবার কাছে

গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরবে যখন অন্ধকার যুগ চলছিল, যে সমাজে হত্যা, লুণ্ঠন, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, প্রতিহিংসা প্রভৃতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা সনদ সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। পৃথিবীর পূর্বাপর সব সংবিধানের মধ্যে মদিনা সনদই শ্রেষ্ঠ। এই সনদের প্রতিটি অনুচ্ছেদ মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা, শান্তি ও স্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

এর মাধ্যমে তৎকালীন মদিনায় নানা মত-পথ ও ধর্মানুসারীদের নিয়ে বহুত্ববাদী এক অনন্য জাতি তথা উম্মাহ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর মাধ্যমে তিনি অজ্ঞতা আর জাহেলিয়াতকে পদদলিত করে মদিনায় এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে রাষ্ট্রে ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায়-গোত্র নির্বিশেষে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। এ সংবিধানের আলোকে যেকোনো দেশের সংবিধান রচিত হলে আজও তা সব নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

দুই.

বছরখানেক আগে শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাওলানা মুহিবুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ বাংলা ভাষায় 'মদিনা সনদ' নিয়ে কোনো কাজ হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। আহলে হক উলামায়ে কেরাম রচিত ছোট কলেবরের কোনো বই সংগ্রহ করে দিতে বললেন।

বইয়ের রাজধানী বাংলাবাজারে খোঁজ নিলাম, পেলাম না। ইসলামি টাওয়ার ও কওমি মার্কেটে অনুসন্ধান করলাম, ব্যর্থ হলাম। বাংলাবাজারের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বললাম, হতাশ হলাম। রকমারিতে সার্চ করে একটিমাত্র বইয়ের সন্ধান পেলাম। সেটা তুলনামূলক বড়।

এ নিয়ে প্রিয়তমা নাজিয়া সুলতানা সাদিয়ার সাথে কথা বললাম। কী করা যায় পরামর্শ চাইলাম। সে বলল– 'আপনি লেখক মানুষ, এ বিষয়ে লিখলেই তো পারেন।' ভাবলাম তার পরামর্শ একেবারে খারাপ না। সংক্ষিপ্ত আকারে নিজে লিখলে মন্দ হয় না। শ্বশুরের হাতে সেটা তুলে দিলে তিনিও খুশি হবেন নিশ্চিত। যেই ভাবা সেই কাজ। এরপর থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

সূচি

মদিনার ইতিহাস ১৫
ভৌগলিক অবস্থান ১৫
আবহাওয়া ১৫
জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রা ১৬
মদিনায় মহানবির হিজরত ১৬
মসজিদে নববির নির্মাণ ১৭
নির্মাণপ্রক্রিয়া ১৮
সংস্কার ও সম্প্রসারণ ১৯
জিয়ারত ২০
কিবলা পরিবর্তন ২০
মসজিদে কুবা ২১
মসজিদে কুবার বৈশিষ্ট্য ২২

মদিনা সনদের গুরুত্ব ২৩
প্রথম লিখিত সংবিধান ২৩
হজরত মুহাম্মদ সা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ২৩
উদারনীতি ২৩
ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ২৪
ভ্রাতৃসংঘ ও ঐক্য ২৪
হজরত মুহাম্মদ সা.-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি ২৪
নাগরিক অধিকার অর্জন ২৪
গোত্রীয় সম্প্রীতি ২৪
রাজনৈতিক ঐক্য ২৪
বৈপ্লবিক সংস্কার ২৫
পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ২৫

মদিনা সনদের তাৎপর্য ২৬
বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবি সা.....৩০
ধর্মীয় মুক্তি ৩০
অর্থনৈতিক মুক্তি ৩১
রাজনৈতিক মুক্তি..... ৩১
সামাজিক মুক্তি ৩২
নারীমুক্তি ৩২
শিক্ষার মুক্ত পরিবেশ..... ৩৩
পরকালীন মুক্তি ৩৩
আমাদের আদর্শ ৩৪

মদিনা সনদের ইতিহাস ৩৫
প্রাথমিক ইতিহাস.....৩৫
গঠন ও প্রভাব ৩৫

মদিনা সনদ রচনার প্রেক্ষাপট ৩৮
মদিনা সনদ ৪৩
মদিনা সনদ [আরবি] ৪৩
মদিনা সনদ [বাংলা] ৪৭

হুদায়বিয়ার সন্ধি.....৫৩
হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ ৫৪
হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা.....৫৫
সুরা ফাতাহ নাযিল ৫৫
হুদায়বিয়ার সন্ধির হিকমত ৫৫
হুদাইবিয়ার সন্ধি : গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৬০
হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট.....৬০
হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো..... ৬১
সন্ধি পরবর্তী নৈতিক বিজয় ৬২

বিদায় হজের ভাষণ ৬৩
ভাষণের গুরুত্ব ৬৩
ভাষণের সংরক্ষণ.....৬৩
ভাষণের তাৎপর্য..... ৬৪
হাদিসগ্রন্থে ভাষণের বর্ণনা ৬৫
বিদায় হজের পূর্ণ ভাষণ..... ৬৭
ভাষণের প্রেক্ষাপট ৭০
ভাষণের আলোচিত বিষয়..... ৭০
ভাষণের নির্দেশনা ৭২

নবিজির চিঠি ৭৩
হিরাক্লিয়াসের নিকট নবিজির চিঠি ৭৪
পারস্য সম্রাটের নিকট নবিজির চিঠি ৭৫
মুকাওকিসের নিকট নবিজির চিঠি ৭৫
নাজাশির নিকট নবিজির চিঠি..... ৭৬
অন্যান্য চিঠি.....৭৭

মদিনা সনদের গুরুত্ব

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে মদিনা সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথম লিখিত সংবিধান

৬২৪ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। মদিনা সনদের পূর্বে রচিত ও কার্যকরীকৃত আইন ছিল স্বৈরাচারী শাসকের আদেশ এবং সরকার ছিল ব্যক্তিগত কেন্দ্রীভূত শাসক।

হজরত মুহাম্মদ সা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিম বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একই নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার মাধ্যমে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর ধর্মীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।

উদারনীতি

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় মতাদর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি মদিনায় বসবাসরত সকল ধর্মের ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছেন। তিনি কোনো সম্প্রদায়ের উপর ইসলাম ধর্মকে চাপিয়ে দেননি। এ কারণে সনদে ঘোষণা করা হয়– প্রত্যেক গোত্র, ব্যক্তি নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করবে।

মদিনা সনদের তাৎপর্য

শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা ও পাশের অঞ্চলগুলোর মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তদানুসারে এ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়। এটি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদে ৪৭টি শর্ত ছিল।

মদিনা সনদ হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তার প্রণীত সনদ নাগরিক সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঘোষণা করে। তাই একে ইসলামের 'মহাসনদ' বলা হয়। মদিনা সনদে সব সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

গোত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত না করে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে এ সনদ উদারতার ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর জাতি গঠনের পথ উন্মুক্ত করে। এ সনদের দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্র ও ধর্মের সহাবস্থানের ফলে ঐশীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুত মদিনা সনদ ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বীজ বপন করে। ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইসের মতে, এ দ্বৈত সনদ [ধর্ম ও রাজনীতি] তখন আরবে অপরিহার্য ছিল। সে সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যম ছাড়া ধর্ম সংগঠিত হওয়ার উপায় ছিল না। রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ আরবদের কাছে ধর্ম ছাড়া রাষ্ট্রের মূলভিত্তি গ্রহণীয়ও হতো না। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'পরবর্তীকালের বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল ছিল মদিনার প্রজাতন্ত্র।'

মদিনা সনদের দ্বারা হজরতের ওপর মদিনার শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব অর্পিত হয়। কুরাইশদের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এটি তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদাকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। সনদের শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের মদিনা থেকে বহিষ্কৃত করেন। এ

মদিনা সনদের ইতিহাস

মদিনা সনদ। যার আরবি– صحيفة المدينة, সাহিফাতুল মাদিনাহ বা ميثاق المدينة, মিসাকুল মাদিনাহ। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে [অথবা ১লা হিজরি সালে] মক্কা থেকে মদিনায় গমনের [হিজরত] পর শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণয়নকৃত শান্তিস্থাপনের একটি প্রাথমিক সংবিধান। এটি মদিনার সংবিধান [دستور المدينة, দাস্তুরুল মাদিনাহ] নামেও পরিচিত।

প্রাথমিক ইতিহাস

৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা নগরীতে হিজরত করেন। এসময় সেখানে বসবাসরত বনু আউস এবং বনু খাযরাজ সম্প্রদায় দুটির মধ্যে ছিল গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ। তাই কলহে লিপ্ত এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন ও মদিনায় বসবাসরত সকল গোত্রের মধ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪৭ ধারার একটি সনদ বা সংবিধান প্রণয়ন করেন যা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এটিই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

গঠন ও প্রভাব

এর প্রথম ১০ ধারায় বলা হয়, মুহাজির [দেশত্যাগী বা যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিল] বনু আউফ, বনু কায়নুকা, বনু খাযরাজ, বনু সালাবা [জাফনা উপগোত্রের একটি শাখাগোত্র], বনু নাযির, বনু শুতাইবা, বনু জুরহাম, বনু সাঈদা, বনু হারিস, বনু জুশাম, বনু নাজ্জার, বনু আমর, বনু নাবিত, বনু আব্বাস, বনু আবদুল কায়েস, বনু আবদে শামস, বনু আউস, বনু কায়লাহ, বনু খাযরাজ, বনু আদি, বনু আজলান, বনু আমির, বনু আমর, বনু আসাদ, বনু আতিয়াহ, বনু মাখজুম, বনু আনাজাহ, বনু আদ, বনু আসির, বনু জাফনা, বনু সালাবা, আল আওয়াজিম, বনু আজদ, বনু আউফ, বনু ইয়াম, বনু ইয়াফি, বনু উমাইয়া, আল উবাইদ, বনু

উতাইবা, বনু উতবা, বনু কাব, বনু কালব, বনু কানজ, আল করিম, বনু কিন্দাহ, বনু কাসিরি, বনু কিনানা, বনু হাশিম, বনু কায়নুকা, বনু কুদা, বনু কুরাইযা, বনু হুযাইল, বনু সুলায়ম, বনু সাকিফ, বনু তামিম, বনু হাওয়াজিন, বনু গাতফান, বনু কুরাইশ, বনু খোজায়া, বনু নাযির, বনু শুতাইবা, বনু জুরহাম, বনু কাদারি, বনু খাওলান, বনু খাওয়াজা, বনু খুদির, বনু খুতাইর, বনু খালিদ, আল খলিফা, বনু সাদ, বনু খালিলি, বনু শাইয়ান, বনু আকিয়াশ, আল খারুসি, বনু খাশাম, আল গাইন, বনু গামদ, বনু আবস, বনু আশগা, বনু সিবয়ান, বনু গাজান, বনু গিফার, বনু গাইস, আল জাআলিয়িন, বনু জাবার, আল জিবুরি, বনু জালাফ, আল জাইদি, বনু জুজাম, বনু জুহাইনা, বনু মুস্তালিক, বনু বকর, বনু তাগলিব, বনু জুমাহ, বনু জাহরান, বনু জাহরা, বনু জুহরা, বনু জাইদ, আল জাফির, বনু জুবাইন, বনু রাবিয়াহ, আল দাওয়াসির, আল নাবহানি, বনু নওফাল, আল নুমান, আল ফারাহিদি, বনু ফাজারা, বনু বারিক, বনু বালি, আল বাক্কারা, বনু বাহিলা, বনু বাহর, বনু বকর ইবনু আবদ মানাত, আল বুয়াইনাইন, আল মাদিদ, আল মাহরা, আল মাহরুকি, বনু মালিক, বনু মুস্তাফা, বনু মুত্তালিব, বনু মুতাইর, বনু রশিদ, বনু লাখম, বনু লাখমি, বনু লারজি, বনু শাহরান, আল শাবিব, বনু শামার, বনু শাহর, বনু শুরাইফ, বনু সাবা, আল সাইদ, বনু সাইয়িদ, বনু সাহম, বনু সালামা, আল সালতি, বনু সুবাই, আল সুয়াইদি, বনু সুমাইদা, বনু হাময়ার, বনু হাকামি, বনু হুমাইদা, বনু হুজাইল, বনু হামিদা, বনু হারিস, বনু হারব, আল হাওয়াজির আল হাজরি, বনু হাজর, বনু হিলাল, বনু হারিস, বনু নাদির, বনু নুসাইবা, বনু লুয়া, বনু জুরহুম, বনু শানুয়া, বনু গাসাসিনাহ, বনু সাবাঈ ও বনু আউস– পূর্বহারে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পণ্যের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১১ থেকে ২০ ধারায় মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কিত আইন বিধৃত হয়। ২১ থেকে ২৬ ধারায় হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি, কোনো মুসলমান কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিলে তার উপযুক্ত শাস্তি, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ক আইন সন্নিবেশিত হয়। ২৭ থেকে ৪৭ ধারায় সন্নিবেশিত হয় বিভিন্ন গোত্রের স্বরূপ সম্পর্কিত বিধান।

পরবর্তী ধারাসমূহে যুদ্ধনীতি, নাগরিকদের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ, নিজ নিজ আয়-ব্যয় ও জীবিকা নির্বাহ, এ সনদে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে

লিপ্ত হলে তার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা, বন্ধুর দুষ্কর্ম, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ ও ব্যয়ভার বহন, সুনাগরিকের অধিকার, আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের সম্পর্ক, নারীর আশ্রয়, সনদের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে করণীয়, কুরাইশদের ব্যাপারে ব্যবস্থা, মদিনার উপর অতর্কিত আক্রমণ হলে করণীয় ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়।

বিশ্বের ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত সন্ধিচুক্তি ও সংবিধান। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে– 'সমস্ত মদিনার ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে পরবর্তী এবং বৃহত্তম ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছিল।' অর্থাৎ মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। উক্ত সংবিধানে সকল পক্ষ মেনে নিয়ে স্বাক্ষর দান করেছিল। এই সনদে মদিনাকে একটি হারাম [পবিত্র ভূমি] স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যেখানে কোনো অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং কোনো প্রকার রক্তপাত ঘটানো যাবে না।